Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 400 - 410
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ষাটের দশকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে নগরায়ণবাদের প্রভাব

ড. শান্তনু প্রধান
Email ID : pradhansantanu89@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Urban Culture, Urbanism, Civilization, Behavioural response, Density, Way of Life.

Abstract
In urban life, the specific customs and practices of people come to the fore through culture. Urbanism highlights the entirety of that culture and other specialities (money, family, business, education, employment). Through this urbanism, the quality of life, manners and behaviour of a city can be highlighted. And since the novel talks about individuals, the manners, customs, mentality, cultural scope and environment of the people living in the city or town come to the fore. However, here, the city or town life is described as the life of Kolkata. The nature of the impact of urbanization on the Bengali novels centred on Kolkata Post- independence has been highlighted. Although the characteristics of urbanization were observed in the novels of this period, its prevalence increased further after independence. But the picture of anxiety that we observe in families coming from the village to the city and returning due to various political, social and economic reasons in the past is also no less important.

Discussion

এক

নগর জীবনে মানুষের সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি, জীবনচর্চার কথা উঠে আসে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। সেই সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিশেষত্বের (অর্থ, পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান) সমগ্রতাকে তুলে ধরে নগরায়ণবাদ। এই নগরায়ণবাদের মাধ্যমে কোন শহরের জীবন-যাত্রার মান, আচার-আচরণের কথা তুলে ধরা যায়। আর উপন্যাস যেহেতু ব্যক্তি মানুষের কথা বলে, সেহেতু শহরে বা নগরে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মন-মানসিকতা, সংস্কৃতি এবং তার ব্যাপ্তি ও পরিমণ্ডলের কথা উঠে আসে। তবে এখানে নগর বা শহর জীবন বলতে কলকাতা শহর জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বিশেষত ষাটের দশকে কলকাতা শহরকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে নগরায়ণবাদের প্রভাব কতটা পড়েছে তার স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। এই সময় পর্বের উপন্যাসে নগরায়ণবাদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের পালাবদলে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পারিবারিক টানাপোড়েন, গ্রাম থেকে শহরে আসা আবার পুনরায় ফিরে যাওয়ার যে চিত্র আমরা লক্ষ করি তার গুরুত্বও কম নয়। তবে এই আলোচনার পূর্বে ‘নগরায়ণবাদ’ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন —

নগরায়ণ এবং নগরায়ণবাদের সম্পর্ক : সমস্ত বিশ্বব্যাপী নগরের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে ব্যাপক হারে নগরের বৃদ্ধি এবং নগরায়ণ দু'টি এক কথা নয়। বিশ্বের বৃহৎ নগর সাংহাই, বম্বে এবং কায়েরোকে এখনো গ্রামীণ সমাজের আওতায় ফেলা যায়। শুধুমাত্র একটি বৃহৎ নগরকেই Urbanization বা নগরায়ণের আওতায় নেওয়া যায় না। সাধারণ অর্থে Urbanization বা নগরায়ণ হল লোকজনের নগরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া (The process of people moving to Cities)।[১] Urbanization প্রত্যয়টির দ্বারা সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তনকেও নির্দেশ করে। আর এটাই জনসংখ্যাকে কেন্দ্রীভূত করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামীণ বসতি ভেঙে নগর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। জনতাত্ত্বিক দিক থেকে নগরায়ণ হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একে কাঠামো ও কার্যক্রমের রদবদল বলা চলে। জনতাত্ত্বিকভাবে (Demographically) নগরায়ণ দু'টি উপাদানকে[২] সংযুক্ত করে -

১. চিন্তনের স্থিরতা, গুণন বৃদ্ধি;

২. ব্যক্তির কেন্দ্রীভূত করণের আকার বৃদ্ধিকরণ।

অন্যদিকে, Urbanism বা নগরায়ণবাদ হল নগরায়ণের পরিণতি বা ফসল। যার সঙ্গে জনগণের মূল্যবোধ, প্রথা ও আচার-আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি জড়িত। অর্থাৎ নগরায়ণবাদ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের আচরণগত প্রক্রিয়া (behavioural respons)। ধারণাগত ভাবে নগর-মানসিকতা, নগর জীবনের সমাজ - মনবৈজ্ঞানিক দিক (Socio - Psychological)। নগর ব্যক্তিত্বের আকার এবং আচরণগত অর্থে নগরায়ণবাদ একটি জীবন ব্যবস্থা (Way of life)। তা শহুরে জীবন ব্যবস্থা (City of life), নগরের সামাজিক পরিবেশ এবং শহরের জীবনের ধরনকে গুরুত্ব দেয়।

নগরায়ণ ও নগর-মানসিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল প্রত্যয় বা অভিধা। নগরায়ণ ছাড়া যেমন নগর-মানসিকতার উপস্থিতি অসম্ভব আবার নগর - মানসিকতা ছাড়া নগরায়ণের প্রক্রিয়া প্রায় অচল। নগর - মানসিকতাই নগরায়ণের স্বাভাবিক গতিকে ত্বরান্বিত করে থাকে। এ দু'টি প্রত্যয় আবার গভীর সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। নিম্নের আলোচনায় এ দু'টি প্রত্যয়ের কয়েকটা সম্পর্ক উপস্থাপন করা যেতে পারে—

ক. উপাদানগত : নগরায়ণ নগরের আকার, সীমা, সংখ্যা বা পরিমাণকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ নগরায়ণ পরিমাণগত উপাদান। অপরপক্ষে, নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতা হলো গুণগত উপাদান।

খ. অবস্থানগত : নগরায়ণ বলতে নগরের বাহ্যিক দিককে বোঝায়। নগরের রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, স্থাপত্যের শিল্প নিদর্শন, অফিস-আদালত, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হচ্ছে নগরায়ণের দিকে। অপরপক্ষে, নগর-মানসিকতা বলতে নগরবাসীর মন-মানসিকতা বা তাদের জীবন দর্শনকে ইঙ্গিত করে।

গ. জীবনপ্রণালীগত : এই মন-মানসিকতা নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক নগর সমাজে বসবাস করার ফলে নগর জীবনযাত্রা প্রণালীর এমন একটি রূপরেখা গড়ে উঠে বা নগরবাসীকে পৃথক সত্তা প্রদান করে। প্রকৃত নগর-মানসিকতা নগর সভ্যতার ইতিবাচক একদিক। চলন-বলনে, আচার-আচরণে, কাজে-কর্মে, চিন্তায়-ধ্যাণে নগরবাসীর মনে এমন স্টাইল সৃষ্টি হয় যাকে নগর-মানসিকতা বলা হয়।

ঘ. সংস্কৃতিগত : নগরায়ণ যেন বস্তুগত সংস্কৃতিক বিকাশ আর নগর-মানসিকতা যেন অবস্তুগত সংস্কৃতির দিক। প্রথমটি সভ্যতা (Civilization) এবং দ্বিতীয়টি সংস্কৃতি (Culture)। প্রথমটি মূর্ত এবং দ্বিতীয়টি বিমূর্ত এক জীবনযাত্রা প্রণালী।

ঙ. প্রেক্ষাপটগত : নগরায়ণ ছাড়া নগর-মানসিকতা সম্ভব নয়। আবার নগর মানসিকতাহীন নগরকে প্রভৃতপক্ষে নগর সভ্যতা বা নগর সমাজ বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। এই কারণেই বলা যায়, নগরায়ণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেলেও নগর-মানসিকতা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। এটা ঠিক অগবার্গের সাংস্কৃতিক ব্যবধান বা Cultural lag তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কেননা, নগর হলো বস্তুগত সংস্কৃতির দিক যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর নগর-মানসিকতা অবস্তুগত বা মন-মানসিকতার দিক যা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পায়। ফলে, Lag-এর সৃষ্টি হয়। উন্নয়নকামী অনেক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেশই নগরায়ণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় নগর-মানসিকতা আছে পিছিয়ে। তদুপরি অনেকেই আকস্মিক অর্থ-বিত্তের সুবাদে নগরে বসবাস শুরু করে বটে তবে তাদের মধ্যে প্রাক্-নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য এতই প্রাধান্য পায় যে, নগর সভ্যতার ফল ভোগ করেও নগর-মানসিকতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন বা এতে অনেক সময় নেয়।

চ. প্রভাবগত : এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে, কিছু নগরবাসীর তুলনায় গ্রামবাসী কিছু ব্যক্তির মধ্যে নগর-মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে। গ্রামীণ শিক্ষিত মানুষ দূরদর্শন, পত্র-পত্রিকা, তথ্য-প্রযুক্তি ইত্যাদি গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নগর-মানসিকতা অর্জন করতে পারে। আবার শহরে কিছু অধিবাসীদের মধ্যে গ্রামীণ মানসিকতা প্রধান্য পেতে পারে এবং নগর-মানসিকতার অভাবও দেখা দিতে পারে।[৩]

নগরায়ণবাদ (Urbanism) :

ক. সংজ্ঞা : নগরায়ণের চলমান প্রক্রিয়ার ফসল হল গ্রাম সমাজের সদস্যদেরকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও আদর্শ, রুচিবোধ পরিবর্তন সাধন করা, যাতে গ্রামে সমাজের সদস্যরা নগরের জীবন ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করতে পারে। নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন এ উপলব্ধি থেকে ১৯৩৮ সালে Louis wirth, 'urbanism' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন 'Urbanism as a way of life.' সাধারণভাবে বলা যায় যে, নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতা হল এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা গ্রাম ও শহরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকে নির্দেশ করে। বিশেষভাবে বলা যায় যে, বৃহৎ নিবিড় বা সামাজিকভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের স্থায়ী বসবাস হিসাবে। তিনি বলেন —

> "নগরায়ণ-এর এসব উপাদান, আকার, ঘনত্ব এবং বিভিন্নতা হচ্ছে স্বাধীন চলক যা একটি আলাদা জীবন পন্থা সৃষ্টি করে থাকে তাকে নগরায়ণবাদ বলা হয়।"[৪]

নগরতত্ত্ববিদ Hogyt উল্লেখ করেছেন যে—

> "নগরের সদস্য হিসেবে একজন মানুষ যে সমস্ত আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রুচিবোধ, অভ্যাস শিখে থাকে এবং নগরের সদস্য হিসেবে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে সে সবের সমন্বিত রূপই হল নগর-মানসিকতা।"[৫]

চন্দ্র শেখর ভদ্র বলেন —

> "Urbanism is a style of life."[৬]

শ্রী নিবাস উল্লেখ করেছেন যে —

> "নগর-মনিসিকতা হলো নগরজীবন যাপন প্রণালির এমন একটি রূপরেখা যা নগরবাসীকে পৃথক সত্তা প্রদান করে এবং যার প্রভাব নগরবাসীদের উপর পড়ে থাকে।"[৭]

এডওয়ার্ড সাঈদ উল্লেখ করেছেন যে—

> "নগর-মানসিকতা হলো নগর সংস্কৃতির ও সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ যা মানুষ নগরে বসবাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে থাকে।"[৮]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতা হল নগরায়ণ প্রক্রিয়ার এমন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষ নগরের সদস্য হিসেবে বসবাস করতে গিয়ে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় এবং নিজেকে গ্রাম সমাজের সদস্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানী Robert Bierstedt তাঁর 'The Social Order' (1957) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন —

> "It is best, perhaps, of follow Begal, who refers to urbanization as a process and urbanism as a condition... urbanism is the condition that results forms this process."[৯]

অবশ্য যারা নগরে বাস করছে তারা পুরোনো সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে নতুন সম্পর্ক গড়ছে নিত্যনিয়ত। মানুষকে না চিনেও মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তবে এই নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতাকে উইলিয়াম বেসকন সমর্থন করেছেন। নগরায়ণবাদকে গুণগত সম্পূরক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। গ্রাম ও নগরের নানাবিদ্‌রূপের বর্ণনা করার জন্য। এ সম্পর্কে Kamal Saroop Srivastava 'Urban Sociology' গ্রন্থে পাঁচটি[১০] ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন —

(Urbanism) নগরায়ণবাদ
1. Informal Urbamism (লৌকিকতা বর্জিত নগরায়ণবাদ)
2. New Urbanism (নব্য নগরায়ণবাদ)
3. Self-sufficient Urbanism (স্বয়ং সম্পূর্ণ নগরায়ণবাদ)
4. Sustainable Urbansim (সুস্থায়ী নগরায়ণবাদ)
5. Centralized or ecentralized Urbanism (কেন্দ্রিভূত/অকেন্দ্রীয় নগরায়ণবাদ)

খ. বিশেষত্ব : লুইস ওয়ার্থ তাঁর প্রবন্ধে নগরায়ণবাদের কয়েকটি বিশেষত্ব বা গুরুত্বের[১১] কথা বলেছেন। যথা —

১. সমকালীন শহর সভ্যতা (The City And Contemporary Civilization)
২. নগরের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা (A Sociological Defination of the City)
৩. নগরায়ণবাদ তত্ত্ব (A Theory of Urbanism)
৪. জনসংখ্যার আয়তনগত সমষ্টি (Size of the Population Aggregate)
৫. জনঘনত্ব (Density)
৬. বর্ণসঙ্করতা (Heterogeneity)
৭. নগরায়ণবাদের বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত প্রেক্ষিত (Urbanism in Ecological Perspective)
৮. সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে নগরায়ণবাদ (Urbanism as a form of Social Organization)
৯. শহুরে ব্যক্তিত্ব এবং যৌথ আচরণ (Urban Personality and Collective Behavior)

এই কয়েকটি বিশেষত্বের মাধ্যমে নগরায়ণবাদ বা নগর-মানসিকতার স্বরূপ জানা যায়।

লুইস ওয়ার্থ তাঁর তত্ত্বে বলেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব (Density) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং বর্ণসঙ্করতা (Heterogeneity) দেখা দেয়। Herbent Gens-এই মতের সমর্থন করেন না। তিনি ১৯৬৮ সালে একটি প্রবন্ধে শহরের কেন্দ্রীয় সামাজিক পরিকাঠামোর উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সম্পূর্ণভাবে কোনো শহরের উপর বর্ণসঙ্করতাকে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যায় না। তিনি মনে করেন যে, পরিবার বা প্রধান সম্পর্কগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কর্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। ১৯৮৪ সালে Clause S. Fischer (ক্লড. এস. ফিসার) নগরায়ণবাদের তত্ত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, সংখ্যার ঘনত্ব, বর্ণসঙ্করতা, অস্কার লুইস এবং হাবার্ট গেনস-এর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র। ফিসার মনে করেন যে, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং আয়তন থেকে উপসংস্কৃতির জন্ম হয়। সংক্ষেপে বলা চলে ওয়ার্থের বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত এবং নিয়তিবাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, গেনসের জনমিতিক (Demographic) এবং রচনামূলক ও ফিসারের তত্ত্ব উপসংস্কৃতিমূলক বিষয়ের সন্ধান দেয়।[১২]

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের সমগ্র জীবনবোধ ও মানসিকতা দাঁড়িয়েছিল অস্পষ্ট বিদ্রোহের সুর এবং দ্বান্দ্বিক উপলব্ধি জনিত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের ওপরে। কলকাতা এবং সন্নিকটবর্তী মফঃস্বলকে অবলম্বন করে তখন জীবনের দু'টি ধারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১৩] ভাষায় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক. কলকাতাকেন্দ্রিক দেওয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাদাচ্যুত নব্য বড়লোক শ্রেণি-তাদের সমস্ত বাবুয়ানি-বিলাস-ব্যভিচারাদির চিত্র;

দুই. অন্যদিকে, ছিল দুর্বল এবং প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্যাব্রতী সমাজ। যা হুতোমের বিবরণে, 'নববাবুবিলাস'-এ এবং বঙ্কিমের 'লোকরহস্য'-এ এর প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা গেছে। তবে কলকাতা শহরের গুরুত্ব ছিল নানামুখী। একদিকে, সামাজিক বিভিন্ন অভিঘাত এবং অন্যদিকে, জীবন-জীবিকার সন্ধানে নানা জায়গার মানুষ এই শহরে এসে ভিড় করতে থাকে। যখন থেকে গ্রামের মানুষেরা এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল আর তখন থেকেই তাদের মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ লাগল। গ্রামীণ সংস্কৃতি ছেড়ে তারাও নাগরিক সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল। শিখতে শুরু করল নাগরিক আদপ-কায়দা। এতদিনের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণাকে যে জলাঞ্জলি দিতে শুরু করল এর চিত্রও আমরা পাই। সবাই যে নাগরিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল এমনটাও নয়, আবার অনেকে নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে গ্রামেও ফিরে গিয়েছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনকালে কলকাতা নগর স্থাপন এবং নগরায়ণের মাধ্যমে তার প্রবৃদ্ধি এবং নানান রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে কলকাতার জনজীবন ব্যহত হয়। উনিশ ও বিশ শতকে কখনো বিধবা-বিবাহ বা বাল্যবিবাহের মতো সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, কখনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বা বঙ্গভঙ্গ, কখনো প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোলাচলতা, কখনো মন্বন্তর, কখনো দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো ঘটনায় শহর কলকাতায় নেমে আসে নানা অবক্ষয় ও বিপর্যয়। তবুও এই নগরের প্রতি মানুষের চিরন্তন আস্থা জাগ্রত। এই শহর ও শহরকেন্দ্রিক মানুষের মন ও মানসিকতার চিত্র স্বাধীনতা-পরবর্তী বিশেষত ষাটের দশকের নানা ঔপন্যাসিকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে কলকাতাকেন্দ্রিক রচনা সৃষ্টি ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিকদের দু'টি বিশেষত্ব গড়ে উঠেছে—

প্রথমত : সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে শহর কলকাতার জীবন দর্শন।

দ্বিতীয়ত : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতের আধারে পূর্বের শহর কলকাতার জীবন দর্শন।

মানব জীবনের এই জীবন্ত দলিল নগরায়নবাদের প্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিকের কলমে কতটা সার্থক রূপায়িত হয়েছে, তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে —

উপন্যাসে শহর কলকাতা : দেশভাগ-পরবর্তী নগর জীবনের নানান টানাপোড়েন, ক্যাম্পে থাকা মানুষের দুর্বিসহ চিত্রের পাশাপাশি নারীদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের সুনিপুণ চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নাগরিক জীবনের আচার-আচারণ, নারীদের স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা, বস্তি জীবনের মানুষের মন-মানসিকতার চিত্র উপন্যাসে যে বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে তা তাঁর উপন্যাসগুলি আলোচনা করলেই বোঝা সম্ভব—

ক. বে-আইনী জনতা (১৩৫৮/ ১৯৫১)

অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর অনেক উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের সমাজ-বাস্তবতার রূপটি পরিবেশন করলেও দেশভাগ সমকালীন উদ্বাস্তু নগর জীবনের বাস্তব দলিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'বে-আইনি জনতা' উপন্যাসের মধ্যে। তিনি নিজেও ব্যক্তি জীবনে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে এসেছিলেন। তাই জীবনের সেই ভগ্নবেদনা এবং কলকাতা শহরে এসে তার যে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন তার-ই মরমি পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন এই উপন্যাসে। শহরের কেন্দ্রে উচ্চবিত্ত মানুষের বসবাসের চিত্রের সঙ্গে জনঘনত্বের তারতম্যের কারণে যারা শহরের মধ্যে আশ্রয় পেল না তারা বাধ্য হল শহরের প্রান্তীয় অঞ্চল অর্থাৎ বস্তি জীবনে আশ্রয় গড়তে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক উপন্যাসেই আমরা এই নগরজীবনকেন্দ্রিক বস্তি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং শহুরে মন-মানসিকতার কথা চিত্রিত হতেও দেখেছি। তবে নগর জীবনে এসেও ছিন্নমূল মানুষের সুদিনের বদলে যে দুর্দিন নেমে এসেছে তার কথাই এখানে যেন মর্মমুখী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক আমিরণকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের টানাপোড়েন লক্ষ করা গেছে। আমিরণ এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে। খুব অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়েছিল এক অবস্থাসম্পন্ন বাড়িতে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর বাড়িতে নতুন সতীন এলে তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। বাধ্য হয় সে ঘর ছাড়তে। তার পর থেকে আমিরণ নিজে কালোবাজারে চাল বিক্রি করে ছেলে গৌর-নিতাইসহ কাঙাল নন্দীকে দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নন্দী মারা গেলে তাকে সৎকারের অর্থও সংগ্রহ সে করতে পারেনি।[১৪] একের পর এক পরিবেশ-পরিস্থিতি আমিরণের জীবনকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। এই আমিরণ চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এর পাশাপাশি সর্বহারা কুলসম, কুট্টি, সাখিনা, যুঁই-র মতো মানুষের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ যারা আমিরণের চারপাশে বৃত্তের আকারে রয়েছে তাদেরও জীবনে লক্ষ করা গেছে একটি অতীত জীবনের বাতাবরণ। যেখানে তারা সমাজের অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্তদের বা ক্ষমতাবানদের হাতে বারে বারে পর্যুদস্ত হয়েছে। অবশেষে গ্রামের জীবন যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অভাব-অনটনের তাড়নায় শহরে এসে নাম লিখিয়েছে বেআইনি জনতার ভিড়ে। তারপর শুরু হয় নগর জীবনের আর এক জটিল অধ্যায়। এখানেও নানা ধরনের আর্থিক ক্ষমতাবান মানুষরা পুনরায় এদেরকে অত্যাচার ও শাসন-শোষণ করতে চাইলে এরা সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে। নগরের এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষের স্বার্থপরতার পাশাপাশি নগর দারিদ্র্য এবং মন-মানসিকতা ও নাগরিক বস্তি জীবনের যে মর্মাহত জীবন চিত্র ফুটে উঠে তার মূল্য সত্যিই অপরিসীম। এই উপন্যাসের সমালোচনায় 'সত্যযুগ' পত্রিকার ১৪শে চৈত্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে বলা হয়েছে —

> "শহর কলকাতার বস্তি জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। কিন্তু এটা তথাকথিত বস্তি সাহিত্য নয়, বা গল্পের বকলাস কোন থিয়োরীও প্রচার এখানে লেখক করেননি। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার অক্টোপাশে আটকে পড়া একদল সর্বহারা নরনারী শিশুর জীবন সংগ্রাম-নতুন জীবনে উত্তরণের আশাবাদী বলিষ্ঠ সংগ্রাম-ই এই উপন্যাসের মূলকথা।"[১৫]

খ. মন্থন (১৯৫৪)

'বে-আইনী জনতা' উপন্যাসের মতো অমরেন্দ্র ঘোষের 'মন্থন' উপন্যাসেও কলকাতা শহরকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু জীবনচর্চা ও জীবন সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব এসে পড়েছে শহরের কারখানাগুলিতে। এরকমই এক ছোটসাহেবের কারখানার শ্রমিকরা নিজের প্রাপ্ত অধিকারের অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। প্রধান চরিত্র মন্মথ সরল সাধারণ মানুষ হয়েও সকল শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি তার সমবেদনা জেগেছে। এই মন্মথ দেখেছে সমাজে আর্থিক ক্ষমতার বলে কীভাবে ছোটবাবুর মতো মানুষরা মল্লিকা, সন্ধ্যা ও মৃদুলার মতো সর্বহারা নারীদেরকে নিজের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। নারীরা ক্রমশ যে পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে তার কথাও কলকাতা শহর জীবনের প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে। উপন্যাসে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই মন্মথ এই স্বাধীনতাকে 'ধাপ্পাবাজি' বলে আখ্যা দিয়েছে। অবশেষে এই অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করতে না পেরে ছোটবাবুর বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ সম্মিলিত হয়ে প্রতিবাদ মিছিলে করেছে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক নগর জীবনে শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্ত অধিকারের কথা বলতে গিয়ে সংগ্রামের পথেই যে তাদের আশা পূরণ হবে সেই বক্তব্যকেই এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গ. ঠিকানা বদল (১৯৫৭)

অমরেন্দ্র ঘোষের শহর জীবনের প্রেক্ষাপটে এবং উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তের জীবন-সংকটের কথা উঠে এসেছে 'ঠিকানা বদল' উপন্যাসটিতে। ঔপন্যাসিক তাঁর নিজের উদ্বাস্তু জীবনের অভিজ্ঞতাকে অহল্যা চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। ঔপন্যাসিক যেমন অসহায় অবস্থায় সপরিবার নিয়ে এদেশের ব্যারাকে হাজির হয়েছিলেন তেমনি উপন্যাসে অহল্যাও দুর্বিসহ অবস্থায় হাজির হয়েছে ব্যারাকে। যদিও সে কিছুদিন পূর্বে তার পঙ্গু স্বামীকে ছেড়ে এই শহর কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে। এই ব্যারাকে যারা স্থান পেয়েছে তারা কোনো না কোনো ভাবে পূর্বের ঠিকানা বা আশ্রয়কে হারিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। এখন আর অহল্যাকে কালীঘাটের অস্বস্তিকর পরিবেশে আর থাকতে হয় না। এখানে এসে সে ফুলদির সহায়তায় তার ভাইপো সত্যবন্ধুর শুশ্রুষাকারিণী হিসেবে কাজ পেয়েছে। আর এই শুশ্রুষাকে কেন্দ্র করে অহল্যা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবং সত্যবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে।[১৬] ফুলদি সব কিছু জেনেও কিছু করতে পারে না। অহল্যার সঙ্গী পটলও সব সময় অহল্যাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। এমনকি তার সাধ্য মত আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়। পটল নিজে বারবণিতা হলেও অহল্যাকে এই কাজে না নামিয়ে অন্য কাজ জোগাড় করে দেয়। এই উপন্যাসে যেমন নগরের জনঘনত্বের চিত্র লক্ষণীয় তেমনি উদ্বাস্তু মানুষের মন-মানসিকতা, কর্ম-প্রতিযোগিতা, নারীর স্বনির্ভরতা চিত্রটিও বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সবশেষে দেখা গেছে, অহল্যার স্বামী সুস্থ হয়ে কলকাতা শহরে এসে অহল্যাকে খুঁজে বের করে এবং নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। এইভাবে দেশভাগের করাল ছায়া এই সকল উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনে কীভাবে বিপর্যয় ঢেকে এনেছিল এবং কলকাতা শহরে এসে তারা টিকে থাকার জন্য যে সকল পথ অবলম্বন করেছিল তার-ই বাস্তবময় চিত্র যেন ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন অমরেন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসে। তিনটি উপন্যাস সম্পর্কে তারক সরকার বলেছেন—

> "রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ হয়েছে; কিন্তু সেই বিভাগোত্তর সময়ে দেশত্যাগী মানুষের সার্বিক দুর্ভাগ্যের কাহিনি রচনা করেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তার তিনটি উপন্যাসে।"[১৭]

মহানগরী (১৯৫১) এবং কানাগলির কাহিনী (১৯৫৫)

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কলকাতার কানাগলির কথকতা তুলে ধরতে দুই ঔপন্যাসিক, সুশীল রঞ্জন জানা এবং অচ্যুৎ গোস্বামী সক্ষম হয়েছেন 'মহানগরী' ও 'কানাগলির কাহিনী' উপন্যাসদ্বয়ের মাধ্যমে। 'মহানগরী' উপন্যাসটি ১৩৫৫ সালে বৈশাখ মাসে 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ১৯৫১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[১৮] উপন্যাসটিতে গ্রাম ও শহরের রৈখিক ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র লক্ষ করা গেছে। এর প্রথম পর্বের নামকরণ করা হয়েছে 'কানা-গলি'। ট্রেনের মধ্যে অবৈধ সন্তান কোলে দিয়ে ভিক্ষা করা মেয়েটির যৌবনতা যেন ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক সুধীরের গন্তব্য এই শহরের কানাগালি। ঔপন্যাসিক এই কানাগলির মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত একদল মানুষের জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব ও টানাপোড়েনকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। এই গলির মধ্যে লুকিয়ে আছে নগর জীবনের অন্তগূঢ় রহস্য ও মর্মান্তিক বেদনা। সুধীন এই কানাগলিতে বসবাসকারী অনেকের জীবনের ভাঙা-গড়াকে প্রত্যক্ষ করেছে। দারিদ্র্যের জন্য জয়ন্তীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক বারে বারেই নতুন করে মোড় নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইংরেজ সৈনিকরা তাদের চাহিদা মিটিয়েছে এই কানাগলিতে এসে। অন্যদিকে, কলকাতার নাইট ক্লাব চৌধুরী রেস্তোরার মধ্যে তৎকালীন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পানশালী মানুষদের অন্ধকারময় জগতের ছবির পাশাপাশি পানশালায় উপস্থিত জনি, চৌধুরী, হরিশ দত্ত, সুধীর, পাছাভারি গোল মেয়ে প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন রূপের চিত্র ও মানসিকতা লক্ষ করা গেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের চরম সঙ্কট কেরানি হরেনের সাংসারিক টানাপোড়েন, জয়ন্তী, পারুল ও মাধুরির প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম, বাসুদেবের দিন বদলের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এই কাহিনি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর এই কানাগলির জীবন্ত কাহিনির নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুধীর। সময় পরিবর্তিত হলেও শুধু পরিবর্তন হয়নি এই কানাগলিটার। যা উপন্যাসের শেষে সুধীরের কথায় স্পষ্ট —

> "দুনিয়া জুড়ে কত পরিবর্তন এসেছে- পরিবর্তন হয়নি শুধু দীর্ঘ এই কানা- গলিটার। তবু অন্ধকার সরু এই পথটা দিয়েই এসেছে তার জীবনে স্বপ্নের তরঙ্গ, কত দিনের পর দিন! সব কি ব্যর্থ হয়ে গেছে? মন বলে তার না, কিছুই সে ব্যর্থ হতে দেবে না। অবিশ্বাসী লোক একটার তুচ্ছ সেই পুরানো হিসেব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন হিসেব মেলাবে সে আনন্দ দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে সংগ্রাম দিয়ে।"[১৯]

অন্যদিকে, অচ্যুত গোস্বামীর 'কানাগলির কাহিনী' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একদল বাস্তুহারা মানুষের নিপীড়নের কাহিনি নগর কলকাতার আলেখ্যে রচিত হয়েছে। রায় বাহাদুর নামে পরিচিত এক জমিদারের বাগান বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে দীপঙ্কর, কালীনাথ, সুধীন, মনোরম, কল্যাণ, ধরনী, পটল, অটল সকলের পরিবার একটি করে ঘর নিয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে দিন অতিবাহিত করছে। কিছুদিন পর বাড়ির মালিক সেই বাড়ি খালি করানোর জন্য প্রশাসনকে নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সকল মানুষদের পরিস্থিতি দেখলে আমাদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'একটি তুলসী গাছের কাহিনি' গল্পটির কথা স্মরণে আসে। সেখানেও উদ্বাস্তু মানুষেরা এই আশ্রয়কে কেন্দ্র করে নানান জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এই উপন্যাসে বাড়ির মালিককে খুশি করার জন্য প্রতিটি পরিবার কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে অল্প কিছুর টাকার বিনিময়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মালিকের সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও মালিক তাতে রাজি হয় না। তাই কোনোকিছু উপায় না থাকায় উদ্বাস্তু মানুষেরা পুনরায় এই শহর জীবনে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। রায় বাহাদুরের বাড়ির দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা ভদ্র পরিবারগুলি। আর নিচের তলায় বসবাস করত ধোপারা। এই ধোপাদের মধ্যে লক্ষ্মণ অন্য মানসিকতার মানুষ ছিল। এরা ঢাকায় থাকাকালীন এদের প্রতিবেশীদের নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করত। এখানে এসেও রায়বাহাদুরের বাড়িতে একই সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে। নিম্নবিত্ত এই পরিবারগুলি নিজেদের অন্নের জোগাড় তাড়াতাড়ি করতে পারলেও উপরের মানুষগুলো জীবন ও জীবিকার সমস্যায় ভুগেছে। তাই পাকিস্তানের কংগ্রেস নেতা কল্যাণ সেনের স্থায়ী কোনো রোজগার সে দেশেও ছিল না, এ দেশে এসেও নেই। কল্যাণবাবু একটি কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা করলে তা কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তাই সরকারি সাহায্যে 'কলিয়ারি' করার চেষ্টা করে। সেই ঋণ মঞ্জুর হলেও ঠিকানা বদলের কারণে সেই টাকা আর সে পায়নি। তাই কল্যাণবাবুর স্ত্রী মনোরমার শেলাই করা উপার্জনের টাকা দিয়ে বহু কষ্টে দিন অতিবাহিত করে। আবার অটল এই দেশে এসে স্বল্প মূলধনে কাপড় ফেরির কাজ করে। পরে সরকার থেকে কিছু সাহায্য পেলে কাপড় দোকান করে এবং বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে সংসার চালায়। এরকমই এক নারী সুধা যে মেট্রিকুলেশন পাশ করেছে, তার স্বামী ধরণী অসুস্থ হলে ভাসুরের দেওয়া তিরিশ টাকায় তাদের সংসার চলে। এই নারী মনোরমার মতো স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ, উদ্বাস্তু ঋণ, অন্যান্য ঋণের জন্য বহু ছোটাছুটি করেও যখন কোনো কাজ জোগাড় করতে পারেনি তখন নিজেই স্বল্পকালের জন্য দেহ ব্যবসায় নেমেছে।[২০] সে এই কাজে উপার্জিত টাকাকে ভাসুদের দেওয়া তিরিশ টাকার চেয়ে ন্যায্য বলে মনে করেছে। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে সমিতিতে সেলাইয়ের কাজ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেছে। এই উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজেদের এই পরিস্থিতির জন্য কোনো অংশেই দায়ী নয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে এই দেশ ধর্মীয়ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ফলত, এদেশে আগত ছিন্নমূল বাস্তহারা মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিভিন্ন অত্যাচার অবিচারকে মানতে তারাই বাধ্য হয়েছিল। সরকার তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেলও সঠিক সময়ে তা কার্যকরী না হওয়ায় অকালে বহু মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এইরকম এক মর্মভেদী জীবন বীক্ষা নগর দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করলেন অচ্যুত গোস্বামী। তাই বলতেই হয়, এই কালপর্বের প্রেক্ষাপটে নগর জীবনের বাস্তুহারা মানুষদের সমগ্রতাকে দুই ঔপন্যাসিক দু'ভাবে শিল্পের আঙিনায় নির্মাণ করেছেন।

তৃতীয় ভুবন (১৯৫৭)

স্বাধীনতা-পরবর্তী কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের মন-মানসিকতা এবং শহুরে সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। নগর জীবনের বর্ণসংকরতা, সম্পর্কের শিথিলতা এবং নগর দরিদ্রের কথা তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক 'তৃতীয় ভুবন'[২১] উপন্যাসটিকে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে জয়তীর মাধ্যমে তিনটি ভুবনের কথা আমরা জানতে পারি—

ক. জয়তীর ব্যক্তিজীবন;
খ. জয়তীয় কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত;
গ. জয়তীয় প্রেম সাধনা।

এই ত্রিমুখী সমন্বয়ে এবং শহর পরিবেশের গড়ে উঠেছে 'তৃতীয় ভুবন'। এই উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে 'নতুন সাহিত্য' শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'তৃতীয় ভুবন' মূলত জয়তীর মনের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্বের সংঘাত। এই সংঘাত তার এসেছে শহরের শিক্ষার প্রভাব, যুক্তি-তর্ক মানসিকতা এবং নারীত্বের জাগরণ থেকে। জয়তীর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যেন নগর সমাজের বিশেষ দিককে তুলে ধরা চেষ্টা করেছেন। জয়তী প্রাচীন মূল্যবোধ, সংস্কার, ধর্মের গোঁড়ামিকে অতিক্রম করে একটি সর্বজনীন সম্প্রীতির আদর্শকে গড়তে চেয়েছে। জয়তী স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই তাকে নিতে হয়েছে বাড়ির দায়িত্ব। তাই সে সকালে একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করে এবং দুপুরে কলেজে যায়। কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গেও সে যুক্ত। আর একটি বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে বিরাজমান। একজন মুসলমান ছেলে আসাদকে সে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা শুধুমাত্র একটা সম্পর্ক নয়, সমস্ত গোঁড়ামিকে দূর

করে, ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন করে পাওয়ার আশা। এই আশা সে রাখতে পেরেছে শহর জীবনে বসবাসের কারণে। শহর জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের প্রভাব অনেকটাই কম লক্ষ করা যায়। জয়তীর বাড়ির পরিবেশ পরিস্থিতিও ঠিক নেই। কারণ ৪৬-এর দাঙ্গায় তার দাদা মারা গেছে এবং তার দিদি তপতী নিচু জাতের ছেলে রমেনকে বিবাহ করায় বাড়ির সকলে তাকে খারাপ ভেবেছে। একটি ঘটনা পারিবারিক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে—

> "জীবনে নতুন অবস্থা এসেছে। সেই অবস্থার প্রভাব মনে পড়েছে সেই প্রভাব চৈতন্যকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই নতুন অবস্থা আর পরিবেশ দিদির জীবনে নতুন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করতে পারে। কারণ জীবন প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বাড়ে। কিন্তু যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে সে এই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে, তা তো বদলায়নি। জয়তী জানে, বদলাতে পারে না।"[২২]

জয়তী সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ে কাজের সূত্রে কর্মজীবনের পরিমণ্ডল এবং বিভিন্ন সহকর্মীদের ঈর্ষা, কলহ, প্রতিযোগিতা তার মনে নতুন করে ভাবনার জন্ম দিয়েছে।[২৩] এমনকি স্কুলে জাতিগত বিদ্বেষের কথা উঠলে, জয়তী তার প্রতিবাদ করেছে। সে জানে না আসদের প্রতি হৃদয়ের টানেই হয়তো তার এই সম্প্রীতি ভাবনা। এর পাশাপাশি নগর প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকেও ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। তাইতো চিড়িয়ামোড়ের দিকে শহর বৃদ্ধির কথা উঠে আসে। শুধুমাত্র জাতীয় স্কুলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেনি সে তার মায়ের বিরুদ্ধেও বীতশ্রদ্ধ হয়েছে —

> "যে মা আচার, সংস্কার আর অন্ধতার বেড়াজালে নিজেকে বন্দী রেখে মুহূর্তে জয়তীর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন, সেই মা তার সংসারের অভাব মেটাবার জন্যই বিবেকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভালবাসা আর ভাল লাগার সম্মানবোধের বিরুদ্ধে জয়তীর পক্ষে কিছু বলার নেই। চুপ করে হেসে ব্যাপারটা সয়ে যেতে হবে। কারণ জীবনে টিকে থাকার জন্য অনেক অপমানই সহ্য করতে হয়।"[২৪]

এইভাবে জয়তীর পরিবারে সম্পর্কের শিথিলতা লক্ষ করা গেছে। তবে মায়ের মতো জয়তী সংস্কারে আবদ্ধ হতে পারেনি বরং সে সমস্ত বন্ধনের বেড়াজালকে মুক্ত করে মানবতার জয়গান গেয়েছে। দু'টি অনিবার্য ঘটনা তাকে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে। সে স্কুলে শিক্ষকতাকালীন পেয়েছে শর্বরীর মতো রাজনীতি করা মেয়েকে। আবার, কলেজে মায়াদি ও প্রকাশদার মতো রাজনীতি করা ব্যক্তিত্বরা তার জীবনে নারীত্বের উন্মেষ ঘটিয়েছে। শহর জীবনে প্রত্যেকে নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে একে একে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। চরিত্রের মধ্যে তাই এসেছে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব। এই একাকিত্ব জীবনে জয়তী পূর্ণতা পেতে চেয়েছে আসাদকে নিয়ে। আজ তার সমগ্র ভালোবাসার স্বপ্ন আসাদকে ঘিরে। উপন্যাসের শেষে জয়তী তার জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে এবং নিজেকে সমর্পিত করতে ছুটে গেছে শহর পরিবেশে আসাদের কাছে। কারণ —

> "সে বুঝেছে মানুষ কেন বাঁচে। জয়তীকে কেন বাঁচতে হবে। জীবনের সহস্র তুচ্ছতা বা অসঙ্গতির মধ্যেও মানুষ কী নিয়ে বাঁচে, জয়তীকে কীসের জন্য বাঁচতে হবে। আহ্ নিশ্চয়তা কত বড় আশীর্বাদ। নিজেকে ভালবাসি, একথা স্বীকার করতে আর লজ্জা নেই। অন্যকে ভালবাসতে পারার জোরও বেড়েছে, বাড়ছে।"[২৫]

চায়না টাউন (১৯৫৮)

বিমল মিত্র কিংবা শংকরের উপন্যাসে কলকাতার চিনা বাজারের কথা উঠে এলেও ১৯৪৮-১৯৫৬ সালের চিনা বাজারের আর্থিক প্রেক্ষিত এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কথা তুলে ধরলেন বারীন্দ্রনাথ দাস তাঁর 'চায়না টাউন' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। যেখানে শহর কলকাতা প্রাচীন ইতিহাসকে পেছনে ফেলে অগ্রগতি হয়েছে নতুন নগর পরিকল্পনা আধুনিক কলকাতার পুনর্গঠনের পাশাপাশি চিনাদের সংস্কৃতি ও জীবন-যাপনের বিশেষ রীতির কথা উঠে এসেছে। যদি এই চিনারা কালের প্রবাহে তাদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছে। এককালে যারা এদেশে চোরাকারবার ও বোম্বাইয়ে ব্যবসা করতে এসেছিল, তারা জীবনের জটিল ঘূর্ণিতে[২৬] আবর্তিত হয়ে সেখানকার ব্যবসা গুটিয়ে দিয়ে চলে এসেছে এই শহর কলকাতায়। এখানে এসে এই সকল চিনা মানুষরা বসবাসের দরুণ এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নিয়েছে। ফলত, তাদের পূর্বগত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 400 - 410
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংস্কৃতি এবং শহুরে সংস্কৃতির একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে। দিলীপের মধ্যে দিয়ে ছলচাতুরী মানসিকতা, বন্ধুমণ্ডলীর যাযাবর জীবন দর্শন, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন এবং নেশাগ্রস্ত হওয়ার চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, রঞ্জনকে নিতান্তই নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে পরিবেশন করেছেন। আর এই রঞ্জনকে উপলক্ষ্য করে দিলীপ, যোগীন্দ্র সিংহ, জয়প্রকাশ ত্রিবেদীর দেশ-বিদেশের জটিল মনস্তত্ত্বের কাহিনি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে, বাংলাদেশে চিনা-উপনিবেশের কথকতা। জোনীর সঙ্গে দিলীপ অভদ্র আচরণ করায় জোনী তার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি যে প্রাচীন পন্থী ওয়াং এককালে নির্মম ও কঠোর মনের ব্যক্তি ছিল সেও আজ বার্ধক্যের পূর্ব জীবনে সমস্ত রকম কঠোরতাকে ভুলে গিয়ে এই শহর জীবনের আদব-কায়দা, রীতি-নীতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। তাই বর্তমানে সে আর ছেলে-মেয়েদের ওপর স্বেচ্ছাচারিতা চালায় না বরং ক্ষমা সুন্দর প্রশ্রয়ের চোখে দেখে। আসলে ঔপন্যাসিক শহর কলকাতার নগরায়ণবাদকে তুলে ধরতে ইতিহাস ও বর্তমানের কালপর্বে চিনাদের জীবনাচরণ ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার বোধকেই[২৭] যেন গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন।

এইভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় এবং সংস্কৃতি পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নগর জীবনের মানুষের জীবনচর্চার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতকে তুলে ধরেছেন ষাটের দশকে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক নগরায়ণবাদের প্রেক্ষিতে। তাই নগরায়ণবাদ সমাজতত্ত্বের বিষয় হয়েও বাংলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে নান্দনিক ও শিল্পিত রূপ লাভ করেছে।

Reference:

১. Pandey, R.K., *Urban Sociology Planning Administration and Management*, First Edition, Sarup & Sons, New Delhi, 2006, p. 7

২. আসাদুজ্জামান, আলহাজ্ব মোঃ, *নগর সমাজবিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ, কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩-১৪, পৃ. ২৪৮

৩. Pandey, R.K., ibid, p. 7 – 8

৪. Wirth, Louis, *Urbanism as a Way of Life*, (The American Journal of Sociology, vol. 44, no. 1), America, 1st July, 1938, p. 8

৫. আসাদুজ্জামান, আলহাজ্ব মোঃ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

৬. তদেব, পৃ. ২৪৮

৭. তদেব, পৃ. ২৪৮

৮. তদেব, পৃ. ২৪৮

৯. মাহমুদ, জাহিদ, আবুল, হাসিম হাজারী, জুলফিকার, হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

১০. Srivastava, Kamal Saroop, *Urban Sociology*, First Published, ABSA Publishers, New Delhi, 2010, p. 4

১১. Wirth, Louis, *Urbanism as a way of life*, ibid, pp. 1-2

১২. Singh, Sheobahal, *Sociology of Development*, First Published, Rawat publication, New Delhi, 2010, pp. 156-157

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পঞ্চম সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-৪১

১৪. হাজরা, প্রতাপ রঞ্জন, *অমরেন্দ্র ঘোষ জীবন ও সাহিত্য সাধনা*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩৬

১৫. সত্যযুগ, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৮ (দ্র: হাজরা, প্রতাপরঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১৬. সিনহা, হেনা, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা*, প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০০

১৭. সরকার, তারক, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ*, প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৬

১৮. জানা, সুশীল, *সুশীল জানা উপন্যাস সমগ্র,* (সম্পাদকমণ্ডলী – পল্লব সেনগুপ্ত ও অন্যান্য), প্রথম প্রকাশ, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১১, পৃ. মুখবন্ধ অংশ

১৯. তদেব, পৃ. ৭২

২০. সিনহা, ড. হেনা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২৩

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *দীপেন্দ্রনাথ নির্ভয় নাবিক* (উপন্যাস সমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়), প্রথম প্রকাশ, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১১

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, উপন্যাস সমগ্র, (সম্পাদনা – অনিশ্চয় চক্রবর্তী), প্রথম প্রকাশ, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৯

২৩. মোদক, ড. রীতা, *কথা প্রগতি দীপেন্দ্রনাথ,* প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৪৩

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৮

২৫. তদেব, পৃ. ১৫২

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* পুনর্মুদ্রণ, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১২-১৩, পৃ. ৪১৯

২৭. তদেব, পৃ. ৪২০